দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 07 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

১০ কোষ

সিলেট বিভাগের খবর

সিলেটে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু

॥ নূরুল আমীন, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে হযরত শাহজালাল (রঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত ভূমিতে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে। সিলেট শহরের পূর্বে পার্শে টিলাগড় এলাকায় পাহাড় ঘেরা নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি।

ছাত্র রাজনীতি নয়, শিক্ষা অর্জনেই হবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান এবং একমাত্র কাজ- এ দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে এবছর প্রথম দিকে প্রথম ভিসি হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন প্রফেসর ড. মো. ইকবাল হোসেন। গত ৩ জানুয়ারি তাকে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারী অনুষদের ডিন এবং সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার ছিলেন। এর পূর্বে তিনি নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

মূলতঃ সিলেট ভেটেরিনারী কলেজকে সংসদে অ্যাক্ট পাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। ভেটেরিনারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে এটি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লাইফ সায়েন্স' অনুষদের অধীনে ছিল।

বর্তমানে ভেটেরিনারী অনুষদে অধীন ৯টি বিষয় পড়ানো হচ্ছে। বিষয়গুলো হচ্ছে, এনাটমি এন্ড হিস্টলজি, ফিজিওলজি ফার্মাকলজি এন্ড বায়োকেমিস্ট্রি, বেসিক এন্ড সোশাল সায়েন্স, ডেইরি এন্ড পোল্ট্রি সায়েন্স, জেনেটিক্স এন্ড অ্যানিমেল ব্রিডিং, জেনারেল অ্যানিমেল সায়েন্স এন্ড নিউট্রিশন, প্যাথলজি এন্ড প্যারাসিটলজি, মাইক্রোবায়োলজি, মেডিসিন এন্ড সার্জারি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন শীঘ্রই আরো দুটি অনুষদ কৃষি অনুষদ এবং মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ খোলা হবে।

বর্তমানে ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। তারা পূর্বে ভেটেরিনারী কলেজের অধিনে ভর্তি হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের সবাই আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে। বর্তমানে ২টি ছাত্র হল এবং ১টি ছাত্রীহল রয়েছে।

২০০৭ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে প্রথম ব্যাচে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। এবার ভর্তির সুযোগ পাবে ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী। ২৩ মার্চ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ফরম জমা দান ও সংগ্রহের শেষ তারিখ হচ্ছে ৮ মার্চ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই প্রায় ১৮শ জন ছাত্র ছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪৩ জন শিক্ষকসহ ১শ ২৩ জন জনবল নিয়োজিত রয়েছে। ইত্তেফাকের সাথে আলাপকালে ভিসি প্রফেসর ড. ইকবাল হোসেন বলেন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এখনও পর্যাপ্ত জনবল নেই। তাই শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রফেসর মো. রাশেদ হাসনাত রেজিস্ট্রার এবং প্রফেসর মো. সাইফুল ইসলামকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।